প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

পরিবেশক : জ্ঞানবী
৭৪/৫এ, বাগবাজার স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

মুদ্রক : ইন্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং প্রেস
৬০, হরিঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬
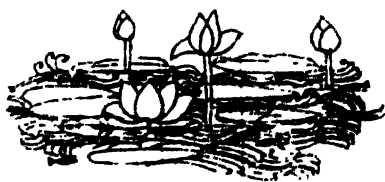
Let Beauty be your
constant ideal.

Beauty of the soul,
beauty of feelings,
beauty of thoughts,
beauty of action,
beauty in work,
sothat nothing comes out
of your hands that is not an
expression of pure and
harmonious beauty.

And the divine help will
always be with you.

—The Mother

আমার কথা

ছোটবেলা থেকেই লেখার অভ্যাস। মনের ভাব কবিতায় প্রকাশের অদম্য ইচ্ছাকে চেপে রাখতে পারিনি; তাই আজও লিখছি,—জানিনা তা আদৌ কবিতা হচ্ছে কিনা! বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু কবিতা সংগ্রহ ক'রে তৎসহ আরও কিছু অপ্রকাশিত লেখা দিয়ে 'কেবলই স্বপন' গড়বার প্রচেষ্টা মাত্র! 'আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে'-- কবিগুরুর এই গানটি আমার মা'র অত্যন্ত প্রিয় ছিল। যতোদিন মা ছিলেন, ততোদিন তিনিই ছিলেন আমার সমস্ত কবিতার প্রথম পাঠিকা। তাঁর উৎসাহ এবং আশীর্ব্বাদই এপথে আমায় প্রেরিত করেছে। তাই কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে মা'র সেই প্রিয় গানটির প্রথম কলি থেকে দুটি শব্দ চয়ন করে এই নামকরণ।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে 'জাগরী' পত্রিকার সম্পাদক এবং প্রকাশক শ্রদ্ধেয় শ্রী অপূর্ব কুমার সাহার সহৃদয় সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। সাহিত্যপ্রেমিক বন্ধু ডাঃ তাপস কুমার নিয়োগীর সুচিন্তিত মতামত বইটিকে সুসমৃদ্ধ করেছে। চিকিৎসা সংক্রান্ত অত্যধিক ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সময় করে কয়েকটি স্কেচ এঁকে দিয়েছেন। প্রিয়জনকে ধন্যবাদ দেওয়া যায়না, তাই তাঁর জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভ কামনা। ডঃ সুনেত্রা সিন্‌হার সক্রিয় প্রেরণা বইটির প্রকাশ অনেকটাই তরান্বিত করেছে। শ্রীমতী সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী সোনালী ঘোষ প্রকাশনার কাজে প্রথম থেকেই আমার সঙ্গে রয়েছেন। বলা চলে এঁদের সকলের সক্রিয় উদ্যোগ ছাড়া এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হতনা। আমার এই অত্যন্ত কাছের মানুষদের জানাই আন্তরিক ভালোবাসা। এছাড়া আমার যে-সব আত্মীয় ও বন্ধুরা সাহিত্য-চর্চ্চায় সর্বদাই আমাকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেককে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। এখন সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকারা যদি ভুল ত্রুটি মার্জনা করে কবিতাগুলি পড়েন তবেই আমার এই সামান্য প্রয়াস সার্থক হবে।

সূচি

ট্রেনটা ছেড়ে দিল

আমি কিছু বলার আগেই
ট্রেনটা ছেড়ে দিল।
আকাশে তখন নীল বিদ্যুতের ঘটা
মেঘের পাহাড়ে।

এল ঝড়, এল বৃষ্টি,
অশ্রুসিক্ত কাঁচের জানালা।
অন্ধকার কেটে কেটে ছুটে চলে ট্রেন,
সঙ্গে-সঙ্গে ছোটে যেন পাশের লাইন;
সে বুঝি কানে কানে বলে--
'এ চলা অন্তহীন
অন্ধ হতে অন্ধতর পথে।
জীবন ক্রমশঃ অগোছালো হয়।'

মাঝরাতে কোনো ছোট স্টেশনে
একটু থামে ট্রেন ...
আবার শুরু হয় চলা —
কত স্টেশন পার হয়ে যায়,
তবু ভোলা যায় না সেই স্টেশন
যেখানে, কে যেন আমায়
বিদায় জানাতে এসে
বৃষ্টির জলেতে ঝাপ্‌সা হয়ে গেল!

বন্ধু

নীলাভ তারার আলো জ্বেলে,
তুমি খুঁজে দিয়েছ—
আমার হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের চাবি,
তাই তুমি আমার বন্ধু !

আমার সমস্ত বাগান উজাড় ক'রে,
তুমি তুলে নিয়েছ—
দুঃখ-ভেজা এক গোছা হাসনুহানা;
তাই তুমি আমার বন্ধু !

মৃত্যুর চরম বিধ্বস্ততায়---
বিপর্য্যস্ত নিদারুণ হাহাকারে,
তুমি আমার একাকীত্বকে আশ্রয় দিয়েছ;
তাই তুমি আমার বন্ধু !

নিবিড় আন্তরিক মমতায়
তোমার হৃদয়ে ডুব দিয়ে—
আমি খুঁজে পেয়েছি এক নতুন আকাশ
তাই তুমি আমার বন্ধু !

তোমায় চিনেছি

তোমায় চিনেছি—
বৈশাখের রক্তঝরা দিনে,
সকরুণ প্রচেষ্টায়
নির্মম পরাজয়ের মাঝে।

তোমায় চিনেছি,
অশ্রুভরা অথৈ শ্রাবণে
নিদারুণ অভিমানে
পথ-চাওয়া নিস্তব্ধ কান্নায়।

তোমায় চিনেছি,
চিকন শরতে
আশ্বিনের সবুজ পান্না-ঝরা
সজল সকালে।

তোমায় দেখেছি,
হিম-ঝরা কার্তিকের
বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
পথ ভুলে যেতে।

তোমায় দেখেছি,
শীত শীত পৌষের
জংলা দুপুরে—
রক্তগোলাপ খুঁজে নিতে।

তোমায় দেখেছি,
পাতা-ঝরা চৈত্রের ঝড়ে—
এলোমেলো বিকেলে
বকুলের গন্ধে মিশে যেতে।

হৃদয়

উথাল পাথাল নদী আমার
উথাল পাথাল নদী।
যতটুক্ তার সুখ,
তার দ্বিগুণ ভারী দুখ।
তাই উথাল পাথাল নদী
আমার উথাল পাথাল নদী—
ভাসিয়ে দিয়ে ভেলা
ভয়ে কাঁপছে বুক!
তীর ছাপানো জল,
আকাশ ধূসর নীল।
জোয়ার ভাঁটার টানে
হাল ভাঙা এই ভাসা—
কূলের আশা ক্ষীণ
তবু স্বপ্ন নিশিদিন!
তাই উথাল পাথাল নদী

উত্তর নেই

কোনো কিছুই আর তত ভালো নেই—
রক্তগোলাপের বন, সবুজ ধানক্ষেত,
কোনো কিছুই আর তত ভালো নেই!
নিঃসত্ত্ব মন তবু প্রশ্ন করে—
"কেন এই বিফলতা, সমগ্র চেতনায়?"
কালের যাত্রাপথে বিক্ষুব্ধ প্রশ্ন
শুধু ফিরে ফিরে আসে।
স্মরণের সিন্ধু তীরে প্রতিহত প্রেম,
কোন ধ্রুবতারকার সঙ্গ-সুখ কামনায়—
নিস্তব্ধ প্রহর গোনে!
কাল-রাত্রি অবসানে—
অবচ্ছিন্ন সুখস্মৃতি-কণা; যদিও বা অনাহত হয়!
সে সুদূর পরমক্ষণ
তবুও কি দূরতর রবে?

সবুজ পান্না

একটি সবুজ পান্না তুমি
দিয়েছিলে আমায়,
বলেছিলে, রাখতে তারে
মনের মণিকোঠায়!
চাবি দিয়ে মনের ঘরে
রাখতে গেলেম তারে
দেখি তখন সবুজ আলোর
বন্যা যেন ঝরে!
এত আলো রাখবো কোথায়,
বাঁধবো কেমন করে?
যতোই তারে ধরতে ছুটি
নাগাল তো তার পাইনে মোটেই;
এ কোন সবুজ-মায়া—
ভরিয়ে দিল হৃদয় আমার
ছড়িয়ে দিল মন!
বন্ধ ঘরে হঠাৎ-হাওয়া
ভাসিয়ে দিয়ে স্বপ্ন-ভেলা
জাগায় শিহরণ!
পাল তুলে সে চল্‌লো কোথায়?
যাবে কতদূর?...
কূল-কিনারা নেই তো জানা
স্বপ্নে শুধুই ওঠে খুশির ঢেউ!

স্বপ্ন

মনের মধ্যে ঘর—

ঘরের ভেতর মন।

ভেতরে শেকল টানা

বাইরে ঝোলে তালা

কী বিষম বিপদ!

জীবন হল সারা—

স্মৃতির খেলাঘরে

কাটলো কতো কাল!

জমা-খরচ কিছুই

মিলছে না যে আজ

বেহিসেবি দিন,

স্বপ্ন দেখেই সারা।

রাতের আকাশে

ফুটবে বুঝি ফুল!

ভোরের আলো-হাওয়ায়

যদি ভাঙে তালা!!
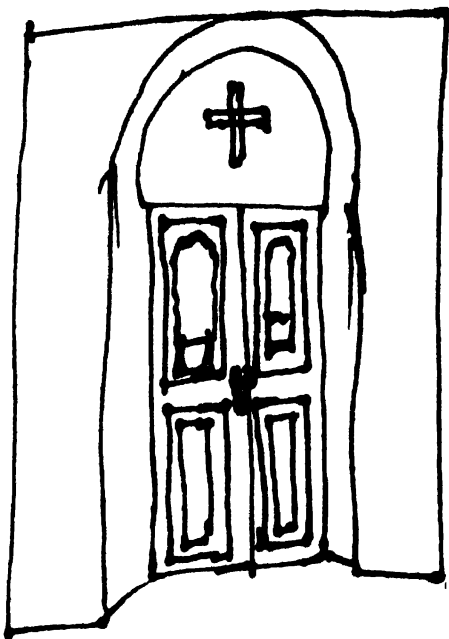
স্বপ্ন-জ্যোতিকা

ক্লান্ত শিরীষের ডালে—
হাওয়া আর দেয়নাকো দোল।
শতাব্দীর শ্রান্ত চোখ তবু
কার অন্বেষণে—
বিষণ্ণ গোধূলির দীপহীন ঘরে
নিষ্কম্প্র নিথর।
আজিও ফেরেনি তারা
নিস্তব্ধ সমুদ্রের কলধ্বনি শুনে
যে-নাবিক চির-পলাতক,
হয়তো বা বিমুগ্ধ,
কিংবা দিশেহারা,
স্বপ্ন-জ্যোতিকার প্রজ্বলিত চোখে।

অমোঘ

চৈত্রের তপ্ত বাতাসে—

আকাঙ্ক্ষার মরা ফুল ঝ'রে ঝ'রে পড়ে

অঘ্রানের শীত?

সে তো কবেই চলে গেছে,—

রক্ত-গোধূলির ম্লান দীপ জ্বেলে!

তবু আরও পথ-চাওয়া

রয়ে গেছে বাকী।

বৈশাখের দীপ্ত প্রেম

কঠিন নিঃশ্বাসে

সবুজ ঘাসের প্রাণ ছিন্ন-ভিন্ন করে।

কেতকীর আকুল আহ্বানে—

আসে বর্ষা, আসে মেঘ,

রুক্ষ মাটিকে জাগাতে

সবুজের বন্যা বয়ে বয়ে—

নিষ্ফল প্রয়াস তার,

কান্না হয়ে ঝরে....

শুধু দুঃখ খেলা করে

তোমার আমার মধ্যে অনন্তকাল ধরে
শুধু দুঃখ খেলা করে।
আমি তাকে সেই ছোট্ট রাজকন্যার মতো
নুনের চেয়েও বেশি ভালোবাসি,
কারণ সে আমার সমস্ত অহঙ্কার
ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে
আমাকে তোমার মাঝে নিঃশেষিত করে।
তোমার আমার হৃদয় নিয়ে তাই
অসম্ভব নিষ্ঠুরের মতো
শুধু দুঃখ খেলা করে।

আনন্দ সাগরের তীরে

দুঃখের হাত ধরেই
আনন্দসাগরের তীরে
পৌঁছে যাব আমরা একদিন!
এইসব ছোটো খাটো কান্নার জমানো পাহাড়
সাগরের জলে তলিয়ে যাবে সেইদিন।
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে—
বহু শতাব্দীর অজ্ঞতার মোহজাল।
জীবনের যতো হাহাকার,
অন্তহীন স্নিগ্ধ-নীল-জলে ধুয়ে-মুছে যাবে।
আর সেই অপূর্ব নীলের মাঝে
ফুটে উঠবে—
আমাদের চেতনার স্বর্ণ-শতদল!

কেন এত ভালোবাসি

ঐ তারাদের প্রশ্ন কোরো,

হয়তো জবাব পাবে—

কেন এত ভালোবাসি?

ঐ নীল নদী—

সেও কি বলেনি?

কেন আঁখিজলে ভাসি!

শ্রাবণের মেঘ দূর অরণ্যে

দেখা দেয় ভালোবেসে,

সেও কি জানে না—

কেন পথ চেয়ে জাগি?

কোন সুদূরের সীমাহীন ব্যথা

যুগ যুগ ধরে হায়

ঢেউ তোলে এই মন দরিয়ায়

বিরহ-স্মৃতি জাগায়!

অধরা

তোমাকে যা দিয়েছি—
তার নাগাল যদি পেতে
তাহলে আজ তুমি
আকাশ ছুঁতে পারতে!

কিন্তু তুমি তা পারোনি
কারণ তুমি ডুবে গেছ
নোনা সমুদ্রের জলে
তাই নীল আকাশের উদার মায়া
তোমায় বাঁধতে পারেনি।
তুমি হারিয়ে গেছ—
লক্ষ লক্ষ ধুলোমাখা মানুষের ভীড়ে,
যেখানে জরাজীর্ণ সংসার
অন্ধকার ঘরে দিনের পর দিন
ব্যর্থ হয়ে যায়।
আকাশের খোঁজ নেবার
সময় কোথায় তার?

মাঝরাতে

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে দেখি—

চোখের সামনে একটি খোলা বই

হয়তো বা রুদ্ধশ্বাসে পড়ে চলি,

কিংবা থেমে যাই এক বিষণ্ণ লাইনে এসে

সন্ধানী মন জন্ম রহস্য উদ্ঘাটনে

হয়তো বা উৎসুক হয়—

কিন্তু অন্ধকার অন্তহীন এক গলির সামনে এসে

নিশ্চল কিংবা দ্বিধাগ্রস্ত হই!

কোন্ সে মনভাঙা রাতের দুঃস্বপ্নের আঘাতে

সৃষ্টি রিক্ত নিঃস্ব হয়;

কিংবা অকথ্য অত্যাচার শরীর ও মনের

যন্ত্রগুলিকে বিধ্বস্ত করে,

শ্বাসরোধকারী সেই প্রচেষ্টার সম্মুখে—

নিরুপায় বন্ধ্যা মন হয় সৃষ্টিশীল;

বাণীহারা শোকে, নিস্তব্ধ কান্নায়

হয় আন্দোলিত।

তবুও শান্তিহীন, প্রেমের সন্ধানে রক্তাক্ত হৃদয়!

হায়, এ রহস্যের নেই বুঝি কোনো সমাধান।

অমৃতের অধিকারী

মানুষের মুখ দেখে দেখে
ভালোবাসা কাকে বলে
ভুলে যাই আমি।
পৃথিবীতে এক শব্দহীন পতনের
সময় এখন।
স্বপ্ন-আশা-ভালোবাসা,
মিথ্যা হয়ে যায়!
এ কোন্ ছন্দহীন যন্ত্রময়
বিকট পৃথিবী লোভের আগুন জ্বেলে
ছুটে এসে গ্রাস করে
'মানুষ' নামের ছোট্ট প্রাণীটিকে!
স্বার্থের পরতে পরতে তাই
হিংসার আগুন জ্বলে!
মানুষ নাকি দেবতার পুত্র?
অমৃতের অধিকারী সে!
পৃথিবীতে সেই মানুষের বসবাস
আর আছে কি এখন? —
যে মানুষ নির্দ্বিধায় ঘোষণা করে—
''সত্যের পূজারী আমি,
সুন্দরের উপাসনারত,
এই ধরণীতে—
স্বর্গরাজ্যের প্রয়াসী আমি।
দেবতার স্বপ্ন সফল ক'রে
পৌঁছে যাব তাঁরই কাছাকাছি।''

তবুও চলেছি

অসফল স্বপ্নের বোঝা বয়ে বয়ে
ক্লান্ত ও রিক্ততর হতে হতে
চলেছি আমরা :
এক দুই তিন,
তিন দুই এক,—
একে কি 'চলা' বলে?
এর চেয়ে পিছিয়ে পড়াও
বোধহয় ভালো ছিল;
কারণ তাতেও হয়তো
আবার এগোবার
কিছুটা আশ্বাস থাকে!
লাল-নীল হলুদ-সবুজ
রঙচঙে পোষাকে
বিবর্ণ মনটাকে ঢেকে
রাজপথে-রাজপথে
চলেছি মিছিলে।
স্বার্থের চাহিদায় পরস্পর
হয়েছি বন্ধু কিংবা শত্রু।
সব হারানোর পথে—
দিশাহীন যাত্রীদল তবুও চলেছি . . .
আলোকিত ভোরের স্বপ্নে বিভোর,
যদিও বর্তমান নিয়ত বিধ্বস্ত!

তবু নির্জনতা. . .

শহর কোলকাতা
ছুটছে গাড়ী, ব্যস্ত মানুষ,
বিশাল কাজের তাড়া
কোনো দিকেই চোখ পড়েনা কারো !
এই শহরে কোথাও কি আর
আছে নির্জনতা ...?

একটু দেখি ভেবে—
দূরের ঐ কৃষ্ণচূড়া
জ্যৈষ্ঠের তপ্ত দুপুরে
ঝিরঝিরে তার নরম পাতা
বুলিয়ে আকাশে,
ছড়িয়ে দিল ফুলের আগুন
তপ্ত বাতাসে।
সেদিক পানে চেয়ে
পিচঢালা গরম রাজপথে
যেতে যেতে পথিক কি ঐ
উদাস হয়ে হাঁটে ?
মনে কি তার নির্জনতা জাগে ?

অফিস ফেরত মিনিবাসে বসে
জানলা দিয়ে পশ্চিমের আকাশে—
দেখি রঙের খেলা !
নীল আকাশে
সোনায় লালে মিশে,

এ-কোন সাগর হল আজি আঁকা!

ঐ আকাশের নির্জনতা তখন

নেমে আসে মনের গভীরে;—

যেথায় আছে

আর এক সাগর নীল

ওঠে না ঢেউ কিন্তু কোনোদিনও

শুধু স্তব্ধ হয়ে আছে নির্জনতা .....।

হাজার-হাজার চলছে বাস-ট্রাম

লোকজন সব ঠাসা।

ভীড়ের চাপে দমবন্ধ মানুষ

ভাবছে, বুঝি পড়বে এবার মারা!

দাঁড়িয়ে পড়ে সারি-সারি গাড়ী

ট্রাফিক সিগন্যালের কড়া শাসন,

সময় বুঝি চলেনা যে আর—

ছিঁড়বে কখন লাল আলোর বাঁধন?

হঠাৎ পাশে দাঁড়ায় কাঁচের গাড়ী

ফুলের সাজে একলা শুয়ে মানুষ।

শেষ হল যার সকল কাঁদন-বাঁধন,

দাঁড়িয়ে সেও সবুজ আলোর আশায়!

কপালে হাত ঠেকালো কতোজন,

কেউ বা তাকায় উদাস চোখের তারা।

মনে এ কোন্ অচেনা অনুভূতি,

একী তবে সেই নির্জনতা ....?

স্মৃতি

ভাবছিলাম বসে একদিন,—

কী নিয়ে কবিতা লিখি!

কিছু কিছু স্বপ্ন ও স্মৃতি দিয়ে গড়া

দু-চারটে লাইন

মনে আসি-আসি করছে তখন।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল

সেই গাছটার কথা!

যাকে আমি কোনোদিন ভুলতে পারিনা।

বেশ কিছুদিন আগে

ট্রেনে যেতে যেতে একবার

কোনো এক মফঃস্বল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে

দেখেছিলুম তাকে।

কিছুটা ঠান্ডা হাওয়ায়

শ্রান্ত যাত্রীদের জুড়িয়ে দেবার জন্য

এরকম অনেক গাছই তো লাগানো হয়!

কোই, তাদের পাতারা তো

কখনো এমন করে—

"মনে রেখো! মনে রেখো!" বলে না?

ছোট্ট স্টেশন,

তিন মিনিটের বেশি দাঁড়ায় না গাড়ী,

কিন্তু তারই মধ্যে নাম-না-জানা

--- সেই গাছ

স্মৃতিতে আঁকা হয়ে গেল।

ঝিরঝিরে হাওয়ায় কাঁপা-কাঁপা পাতাগুলো

এখনো যেন ক্লান্ত চোখে

আকাশের খবর এনে দেয়।

আমি-হারা

যখন তোমায় পাই, তখন আমার মৃত্যু হয়।

কিংবা

যখন আমার মৃত্যু হয়, তখন তোমায় পাই!

আমি ঘুমিয়ে পড়ি

ডুবে যাই তোমার অস্তিত্বের

নিবিড় অন্ধকারে।

ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে পড়া এই পৃথিবী

তখন আর আমায় ভয় দেখায় না।

কারণ, তখন আমি ....তার নাগালের বাইরে

নিষ্প্রদীপ লক্ষ্যহীন শূন্যে

অনন্ত নির্ভরতায় ভেসে চলেছি—

ভেসে চলেছি—ভেসে চলেছি।

গৈরিক সৃষ্টি

মস্ত বড়ো এক বাগান—
সেখানে গাঢ় সবুজ পাতার মাঝে
ফুটে আছে অজস্র গেরুয়া রঙের ফুল।
হাওয়া এসে—
বার-বার নাড়া দিচ্ছে গাছে
পাপ্‌ড়ি কাঁপিয়ে ফুলেরা বলে উঠছে—
"আমরা এই সবুজ বাগান ছেড়ে চলে যাব।"
কিন্তু ওরা যায় না—
ওরা কোথাও যেতে পারে না।
ওই-যে অনেক দূরের ঐ নীল আকাশ,
যে কাওকেই ধরে রাখেনা...
অথচ সকলকেই ঘিরে থাকে,
সেই নীলের মায়া ওরা
কোনোদিন কাটিয়ে উঠতে পারে না।
একদিন যখন ওরা কুঁড়ি ছিল
সবুজ পাতারা কত যত্নে,
চারদিক থেকে ওদের ঢেকে রেখেছিল।
তারপরে এল তাদের ফোটার পালা—
সবুজ বাগান আলো ক'রে
ফুটে উঠলো গেরুয়া ফুল।
আর কোনো রঙ ওদের মনে রঙ ধরায় না।
কিন্তু যখন—
ঐ আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়া নীল আলোর ঢেউ
ওদের গায়ে এসে লাগে,
তখন ওরা চম্‌কে উঠে বলে—
"তবে থাক! আমরা কোথাও যাব না!
যুগ-যুগ ধরে ঐ আকাশের নীল মায়া
আমাদের ঘিরে থাকুক—
আর আমরা চির-পলাতক স্বপ্নকে
নিত্য নতুন-রূপে চিনে নেব।"

নিরুপায়

কোনো কোনো সময়ে কি যেন হয়!

ঠিক বুঝতে পারি না;

তখন যেন জীবন ছাড়া আমি

কোথায় হারিয়ে যাই---

কেউ জানেনা---কোথায়!

সব কাজ তখন বন্ধ,

সব চিন্তা রুদ্ধ,

শুধু একটা বিরাট ফাঁক

সমস্ত মনকে ঘিরে ধরে!

আমি তখন যদি কিছু করতে যাই

বা বলতে চাই—

কে যেন বিরাট অট্টহাস্যে

বিদ্রূপ করে ওঠে

তখন আমি নিতান্ত নিরুপায়!

রূপান্তর

সুখের পায়রা পাখি,
যতন করে কতোই তারে
বুকের মাঝে রাখি।
আদর সোহাগ সয় না যে তার
সদাই উড়ি-উড়ি
ঝটপটিয়ে ডানা হঠাৎ
আকাশে দেয় পাড়ি।

তখন দেখি চোখের জলে
দুখের অথৈ নদী:
এপার-ওপার যায় না দেখা
শুধুই কালো জল,
গভীর কালো জল!
ঢেউয়ের দোলে কূল ছাপিয়ে
হৃদয় একাকার।
হঠাৎ দেখি একি?
কালো জলের মাঝে
এ কোন্ আলোর ফুল,
উঠলো কখন ফুটে?
দেখিনি তো আগে!
তবে কি সেই সুখের পারাবত
দুখের মাঝে নতুন রূপে
এসেছে আজ ফিরে?

উদাসী বৈরাগী

কত কবির কল্পনায়
কত শিল্পীর তুলির আঁচড়ে
নব নব রূপে ধরা দিয়েছে
রূপসী পৃথিবী।
কিন্তু তার এই সবুজ মায়া
কেন জানিনা,
মাঝে মাঝে আমি হারিয়ে ফেলি।
তখন আমার চোখে সে ধরার দেয়
তাপসী রূপে।
আমি যেন দেখি,
কোত্থেকে এক উদাসী বৈরাগী
হঠাৎ ছুটে এসে
তার গেরুয়া চাদরে ঢেকে দিল
রূপসীর সবুজ শ্যামলিমা।
সূর্যের অত্যুজ্জ্বল কিরণে
নীল আকাশ হল ধূসর বর্ণ।
আর অবিরাম অগ্নিবর্ষণে
হঠাৎ আগুন ধরে গেল
সেই গেরুয়া চাদরে;—
দিকে-দিকে ছড়িয়ে গেল সেই আগুন!
আগুনের শিখা যেন
আকাশের বুকে বুলিয়ে দিতে চাইল
তার জ্বলন্ত তুলি—
কিন্তু পারলো না।

তখন পৃথিবী যেন নিজেকেই ধ্বংস করতে চাইল

তার নিজের চিতায়।

সে মনে করলো, এই তো তার সাধনা,

রুদ্র-সুন্দরের সাধনা!

কিন্তু তবু সে হেরে গেল,

নিজেকে নিঃশেষে পুড়িয়ে

ছাই করতে সে পারলো না।

কেন?— ভুলে গেলে?

তার গেরুয়া চাদরের তলায়

তার অন্তরের মণিকোঠায়

এখনও যে লুকিয়ে আছে

এক টুকরো সবুজের আভাস!

সুদূর অসীমা

অতো লম্বা-লম্বা হাত বাড়াচ্ছো
কেন তোমরা?
ঐ আকাশকেও আনতে চাইছো নাকি
হাতের মুঠোয়?
সে যে অন্তহীন অনন্ত-নীল
সে কি ধরা দেয়!
ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্রতর প্রচেষ্টায়
জান্তব অচেতনায়!
বিরাট বৃক্ষ সহস্র ডালপালা দিয়ে
তাকে আলিঙ্গন করে,
নীল অপরাজিতা তার ছোট্ট শরীর
ছড়িয়ে দেয় আকাঙ্ক্ষিত নীলিমায়।
সবুজ টিয়া খনে খনে পাড়ি দেয়
তার উদার বুকে
কিন্তু চার দেয়ালের ছিমছাম সাজানো ফ্ল্যাটের
বুদ্ধিমান জীবটি
সুইচ টিপে নিমেষে দশ-বিশ তলা
পাড়ি দিয়েও—
কোনদিন ডুব দিতে পারে না
সেই সুদূর অসীমায়!
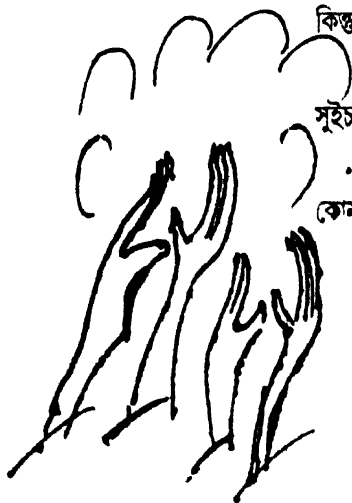
হারিয়ে যাচ্ছে মানুষ

সূর্য্য আলো জাগায় —

চাঁদ জোৎস্না ঢালে,

মেঘ বৃষ্টি আনে,

তারারা পথ দেখায়;

তবু মানুষ চেতনা [illegible]

এটাই দুঃখ!

মাটি সহ্য করে

অনন্ত কাল ধ'রে

আমাদের সব ভার,

তবুও কালো মাটি

সোনালী ফসলে ভরে;

আর সেই মাটিতেই

মানুষে মানুষ মারে!

এটাই দুঃখ!

উদার আকাশে পাখি——

স্বপ্নের পাখা মেলে,

বৃক্ষ স-ফল হয়,

লতা ফুল ফোটায়।

তবু মানুষ স্বার্থে মাতে!

এটাই দুঃখ!

রঙিন মায়া ছড়ায়

প্রজাপতির পাখায়,

জোনাকি দীপ জ্বালে,

পাপিয়া গান শোনায়

তবু মানুষ যুদ্ধ চায়!

এটাই দুঃখ!

সেই আদিকাল হতে

এই পৃথিবীর বুকে

পশু পশুই আছে

কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে মানুষ,

মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে !!

এটাই দুঃখ !
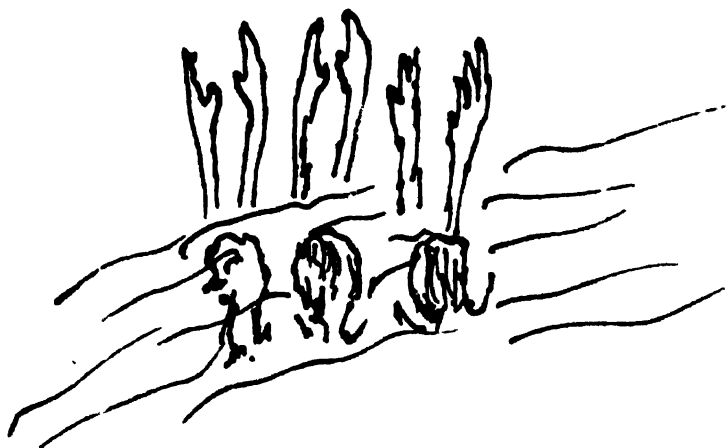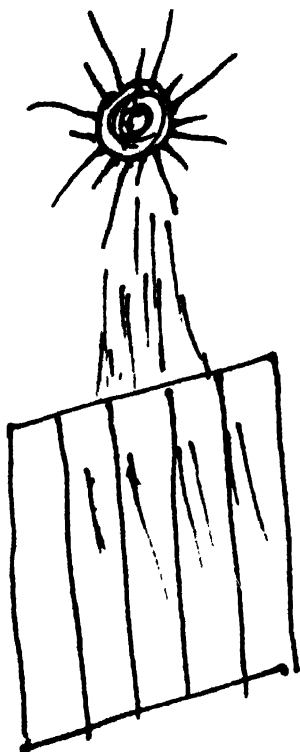
আলো জ্বেলে দাও

কোথায় যাবে তুমি?
যেদিকেই তাকাবে,
দেখবে অন্ধকার;
শুধু অন্ধকার!
তবু তুমি আলো খুঁজে নাও—
তোমার দৃষ্টি দিয়ে,
তোমার হাসি দিয়ে,
সর্বোপরি তোমার ভালোবাসা দিয়ে
তুমি শুধু আলো খুঁজে নাও।
হে বন্ধু,
অন্ধকারকে তার একচ্ছত্র আধিপত্য
বিস্তার করতে দিয়োনাকো আর!
পরাজিত করো তাকে দৃঢ় প্রচেষ্টায়।
এই উজ্জ্বল যাত্রায়—
আমাকেও তোমার সঙ্গী করে নাও;
আর তুমি শুধু আলো জ্বেলে যাও,
প্রতিটি মানুষের অন্তরে
সুচেতনার আলো জ্বেলে দাও।

পঁচিশে বৈশাখ

গ্রীষ্মের প্রখর তাপ
যতোই তীব্রতর হোক,
দিক না সে প্রকৃতি ও মানুষকে
রিক্ত শুষ্ক ক'রে,
তবুও এ আশ্বাস বুকে বাজে অবিরত
সেই পুণ্যদিন, আসিবে যে ফিরে।
পিপাসার্ত মন তাই—হে অনন্তের কবি,
তোমার সৃষ্টির সুগহন অসীমায়
পুণ্যস্নান ক'রে—তীর্থ ফল লভি,
আর একটি বছরের যাত্রা শুরু করে।

তীর্থ তুমি,
বঙ্গসংস্কৃতির পুণ্যভূমি,—
তোমার বাণীমন্দিরে আজ প্রণতির লক্ষ দীপ জ্বলে।
হে চিরন্তন, তুমি বেঁচে আছ,
প্রতিটি বাঙালীর কান্না-হাসি-গানে।

তবু বৃষ্টি এলো না

সকাল থেকেই মেঘ করেছিল।
গরমে আধমরা গাছগুলো
পাতা এলিয়ে নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়েছিল;
ওরা মনে করেছিল--
আজ বৃষ্টি আসবে!
কিন্তু না!!
ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া
মাটিকে বিদ্রূপ করে
শন্‌শনে হাওয়া বইতে শুরু করলো
তবু বৃষ্টি এলো না!
আকাশ মাটির মিলন সেতু
বৃষ্টি এলো না!

ক্যামেলিয়া

বহুদূর অতীতের কোন্ কুঞ্জবনে,
প্রথম ফুটেছিলে তুমি,
নাহি জানি;
আজিকার এই মধ্যাহ্ন-বায়
ভেসে আসে শুধু
তব গন্ধখানি।

কত ফুল ফোটে চারিধারে
তবু কেন—
অচেনা-অজানা সেই
কুসুমের তরে
মন উতলা করে।

শুধু মনে হয়—
আধো-জাগরণে দেখা
তন্দ্রালস স্বপ্নের মতো
তুমি সুরভিত।

কবিতা, তোমাকে

কবিতা তোমাকে ভালোবেসে
অনন্তকাল ধরে—
জন্ম-জন্মান্তরে
দুঃখের সাগরে ভেসেছি আমি।
তবু তীর খুঁজে খুঁজে—
নিজেকে বিভ্রান্ত কিংবা অবসন্ন করিনি তো আমি।
কারণ
এই নীল-নির্জনে—
তোমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের টানে
অভিভূত আমি।
তাই তীর খোঁজা হয়নি আমার,
ফিরে যেতে চাইনি;
কোনো নিশ্চিন্ত সৈকতে
যেখানে আছে শান্তি,
আছে আরাম;
কিন্তু নেই কোনো ঝিনুকের বুকে
কান্না-ঝরানো জ্যোৎস্নায়
মুক্তোর আবেশ!

মৃত্যু

মৃত্যুকে দেখিনি আমি
কিন্তু
দেখেছি মৃত মানুষের দেহ।
ছুঁয়েছি তাকে—
নিস্পন্দ-নিথর-নির্বিকার!
পৃথিবীর সব শীতলতাকে
ব্যঙ্গ করে—
সেই গভীর শান্ত শীতলতা।
পৃথিবীর সব নির্জনতা
মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়
নিস্তব্ধ দেহটির পাশে!
চারিদিকে তীব্র হাহাকার,
তারি মাঝে অনন্ত শয়ন;
ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়
সব কথা, সব কান্না।
শুধু জেগে রয়—
অসীম অনন্ত শূন্যময়
অবিচল নিস্তব্ধতা!!

সামনে সকাল!

সামনে সকাল, ওগো বন্ধু!
রাত তো পেরিয়েই এসেছ
তবে কেন আর ভয় পাচ্ছ?
বৃষ্টি ভেজা রজনীগন্ধা —
তোমার পথের পানে চেয়ে
মনে হয় কিছু দেখেছিল,
গভীর সে অনুভূতি!—
তার শান্ত শুভ্র কান্নায়
মিলে মিশে একাকার হয়ে
সৃষ্টি হল ফুলের সুগন্ধ,
প্রাণ ভরা ভালোবাসার সেই সুরভিতে
ভ'রে গেছে ভোরের বাতাস,
রাত তো পেরিয়েই এসেছ—
দেখছো না? সামনেই সকাল!

চলার ছন্দে

ঝর্ণা বলে, এগিয়ে চলি

চলাই আমার প্রাণ

সেই চলারই ছন্দে জাগে

আমার সকল গান।

বন্দে হাওয়া দুলে দুলে,

আমিও থেমে নেই,

জগৎ মাঝে ছড়াতে মোর

কোনোই মানা নেই।

মেঘ সে বলে, পাল তুলে দিই

অসীম-আকাশে,

তার পরে তে বর্ষা হয়ে

ছড়াই সবুজ ঘাসে।

আলোর পানেই চলি মোরা,

বল্লে তরু-লতা—

আকাশ-ভরা আলোর মাঝে

দুলিয়ে কচিপাতা।

পাতার ফাঁকে কুঁড়িরা সব

শুনতে পেয়ে কথা,

বলে, ফুলে ওঠার তরেই তো

মোদের আকুলতা।

বাঁশী ডাকে

সে বাঁশী যে বাজালো কখন
কিছুই জানি না
কোথা হতে বাজলো বাঁশী
তাওতো বুঝি না।
শুধুই শুনি দিবস নিশি
প্রাণ কাঁদিয়ে বাজছে বাঁশী—
ঘর-ছাড়ানো মন-উদাসী
বাঁশের বাঁশী।

আমার সকল পাওয়ার মাঝে
আকুল সুরে বাঁশী বাজে ....
কান্না যেন সদাই তার কয়,
এ নয়—এ নয় —এ নয়।

হঠাৎ মনে হয়—
সুদূর সেতো নয়
অন্তরেরই গভীর নিরালায়
কে যেন ঐ বাঁশরী বাজায়।
বাঁশীর তানে ধরায় নামে
সুরের সুরধুনী
হৃদয় মাঝেই বাজে, তারে
ভুবন জুড়ে শুনি।

মধুস্বরে বাঁশী ডাকে

আয় রে ওরে আয়,

বন্ধকারা ভেঙে এবার

আলোর পানে আয়।

ভিতর হতে কে দেয় সাড়া,

বক্ষ দুরু-দুরু।—

আলোর পথে এবার আমার

যাত্রা হলো শুরু।
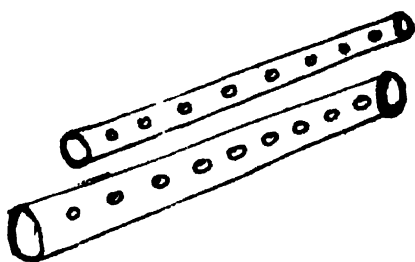
যাত্রী

যাত্রী আমি নিরুদ্দেশের
তেপান্তরের অচিন্ দেশের!
উড়ে বেড়াই দেশে দেশে
নীল আকাশে ভেসে ভেসে।
চড়ি আমি মেঘের ভেলা
করি খেলা প্রভাত বেলা।
যখন আসে নিবিড় রাতি
তারার সাথে মিতালি পাতি।
আকাশে ওড়ে কত না পাখি,
আমারে তারা লয় যে ডাকি।
যাই গো মোরা অচিন পুরে
সে যে অনেক অনেক দূরে।
প্রভাত হয় কত রাতি
নিভে আসে তারার বাতি
আমরা চলি নিরুদ্দেশে,
কোন্ সে দেশে কি উদ্দেশে।।

কৃষ্ণকলি

নাম রেখেছি কৃষ্ণকলি,
কাজলকালো মেয়ে,
জলের ঘাটে এসেছিল
আলের পথ বেয়ে।
ভ্রমর কালো নয়ন দুটি,
চিকন কালো চুল;
অঙ্গে ছিল নীলশাড়ী তার
খোঁপায় বনফুল।
মাঝ-পুকুরে নেবে যখন
ভরছিল সে জল,
হঠাৎ হাওয়া ঝরিয়ে দিল
খোঁপার ফুলদল।
আল্‌তা-রাঙা চরণ ফেলে
কলসী নিয়ে কাঁখে,
কাজল মেয়ে মিলিয়ে গেল
মেঠো পথের বাঁকে।
তখন দেখি সে ফুল জলে
ভেসে ধীরে-ধীরে,
যেথায় বসেছিলেম আমি
পৌঁছল সেই তীরে।
তুলে নিলেম সে উপহার
আকুল দু'টি হাতে।
জানল কি তা কাজল মেয়ে
শান্ত মধুর প্রাতে?

বন্দী পাখী

ওকে খাঁচায় কেন ধরে রাখা
উড়তে চায় ও আকাশে,
চঞ্চল ঐ দুটি পাখা
মেলতে চায় ও বাতাসে।
ছোট্ট দুটি ডানা মেলে
চায় ও যেতে অনেক দূর,
তের নদী পিছে ফেলে
তেপান্তরের অচিন পুর।
প্রথম এসে এ ধরাতে
গাইত ও যে কতই গান,
সে গানেরি ছোঁয়ায় বুঝি
কুঁড়ির বুকে জাগত প্রাণ।
গাছের শাখে গেয়েছিল
যে সুর সেদিন আনন্দে,
কেমন করে আনবে পাখী
খাঁচার মাঝে সে ছন্দে?

ঝড়

শান্ত প্রকৃতি চলেছিল তার গতানুগতিক নিয়মে।
কোথাও এতটুকুও গরমিল ছিল না তার ছন্দে ....।
সেদিনও পূবের আকাশ লাল হয়ে এল
আর ভোরের হাওয়া দিকে দিকে ছড়িয়ে দিল
রাত্রি শেষের খবর।
এতক্ষণ যে গাছ মৌন ছিল তারও শিরায় শিরায়
সুরের ছন্দ জাগিয়ে দিয়ে,
তারই বুকে বাসা-বাঁধা পাখির দল
নীল আকাশে পাখা মেলে দিল।
উড়্‌তে উড়্‌তে কতবার তারা সুরের ডাক পাঠালো,
তাদের ফেলে আসা গাছের পানে;
(কিন্তু) গাছ তার অজস্র শেকড়ে
মাটিকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে
সবুজ পাতা ঝিলমিলিয়ে বিদায় জানালো
তার দূরের বন্ধুকে।
ভোরের আলোর ছোঁয়ায় কুঁড়ির বুকে কাঁপন জাগ্‌লো।
পাপড়ি মেলে অবাক চোখে ফুল বলে উঠলো,
'কে ফোটালে?'
অমনি হাওয়ায় হাওয়ায় দিকে দিকে
ভেসে গেল সেই প্রশ্ন—" কে ফোটালে?"
এমনি করে কত নতুন ফুলে
ভ'রে উঠলো ভোরের বাগান।
তারপরে দুপুরের উদাস হাওয়ায় ভেসে গেল—

কত নাম না জানা ফুলের গন্ধ।
মাধবীলতা তার ফুলের আঙ্গুল দুলিয়ে
কাকে যেন হাতছানি দিল।
এমনি সময়ে হঠাৎ ঝড় এল,
ধুলোয় লাল হল আকাশ, আর্তস্বরে ডাকতে ডাকতে
পাখিরা ছুটে পালাতে লাগল।
ছিন্ন মাধবীলতা লুটিয়ে পড়ল
প্রকান্ড এক গাছের ডাল ভেঙে পড়ল
তার মৃতদেহের ওপর।
ঝড় ঝরিয়ে দিল প্রকৃতির যত জীর্ণ জরা,
সেই সঙ্গে কত নতুন ফোটা ফুলও যে ঝরে গেল
তার খবর কেউ রাখল না!
ঝড়ের খেয়ালি খেলায় ভোরের শান্ত প্রকৃতির
সেই মধুর রূপটি কোথায় হারিয়ে গেল।
যেমন করে দস্যি ছেলে
কিছুক্ষণ মা'র আঁচল নিয়ে খেলা ক'রে
তারপর কখন যেন মার কোলেই এসে ঘুমিয়ে পড়ে,
তেমনি করে কিছুক্ষণ তার অশান্ত খেলা খেলে
কখন যেন ঝড় থেমে গেল!
তখন স্তব্ধ প্রকৃতি উদাস হয়ে ভাবল,
ঝড় কি শুধুই জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিল?
না কি কিছু নতুন ফুল
ফোটাবার প্রেরণাও দিয়ে গেল?

অ-কবির কবিতা

কবি নই তবু কবিতা লেখার বাসনা জাগিল মোর
সরস্বতী মা হাসেন দেখিয়া মোর লেখনীর জোর!
পদে পদে হয় ছন্দ পতন, তা হলেও লেখা চাই,
ক্ষণে ক্ষণে হই গলদঘর্ম, তবু সাধ মেটে নাই।
কি যে লিখি ছাই নিজেই বুঝিনা, অন্যে বুঝিবে কিবা!
তবু এ শর্মা হাল ছাড়ে নাই, লিখিছে রাত্রি দিবা।
যাহা লিখি বোঝা ভার তাতে আছে কবিত্ব কতখানি;
আমি ছাড়া তাতে দেয় না মোটেই গুরুত্ব কোন প্রাণী।
তবু যদি মোর কবিতা পড়িতে সদিচ্ছা কারো থাকে
অনিচ্ছা আমি কখনো করি না ঝুড়ি ঝুড়ি দিতে তাকে।
কবিতার চোটে যদি বা সে হয় ক্লান্ত নিতান্তই
দ্বিগুণ আমার উৎসাহ বাড়ে, শ্রান্তি আমার কই?
শেষে যদি তার বুক ধড়ফড় নিতান্ত যায় বেড়ে
হাতে পায়ে মোর ধরিলে তখন দিই আমি তারে ছেড়ে।
তাই বলি যদি বাঁচিবারে চাও এই ধরণীর পরে
অ-কবির এই কবিতা হইতে থেক সদা দূরে দূরে।

আজকে সবার ছুটি

শরৎ এলো, শরৎ এলো,
আকাশ হল নীল,
ওড়না প'রে সবুজ ধরা
হাসলো খিল্ খিল্।
দূর আকাশে টুক্‌রো মেঘে
ছড়িয়ে দিল কেউ,
নীল সাগরের বুকে যেন
সাদা ফেনার ঢেউ।
রূপোগলা রোদের আলোয়
চারদিক ঝলমলে,
বৃষ্টি-ধোওয়া সবুজ পাতা
পান্না হয়ে জ্বলে।
ভোর না হতেই সবুজ ঘাসে
শিউলি ঝ'রে ঝ'রে
ফুলে ফুলে ধরার আঁচল
আজকে দিল ভ'রে।
ব্যস্ত সদাই কাঠবিড়ালী
কোরছে ছুটোছুটি
ঘাসের ফুলে গাংফড়িং
লাগায় হুটোপুটি।
নীল আকাশে সবুজ টিয়া
মেলে পাখা দুটি
উড়তে উড়তে ডেকে বলে,
'আজকে সবার ছুটি'।